# দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই


মূল

**ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.**

বিদগ্ধ দাঈ এবং প্রতিষ্ঠাতা, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

**উস্তাদ আসিফ হামিদ**

সাহেবজাদা, ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

ইনচার্জ, অডিও-ভিজ্যুয়াল বিভাগ, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

**অনুবাদ**

মুহিউদ্দীন মাযহারী



প্রকাশন

# সূচিপত্র

ভূমিকা.....৯
দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন..... ১১

## পুস্তিকা- ১

দাজ্জালের পরিচয় ..... ২১
কুরআন ও হাদিসের আলোকে দাজ্জালের ফিতনা ..... ২১
দাজ্জালের ফিতনা মোকাবেলায় সুরা কাহাফের গুরুত্ব.....২৫
হযরত মুসা ও খিজির আলাইহিমাস সালাম-এর ঘটনা..... ৩০
ইস্তেখারার দুআ শিক্ষা করা..... ৩৪
সুরা কাহাফের আসল হেদায়েত ..... ৩৫
হাদিসের আলোকে দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ..... ৩৮
দাজ্জাল যে সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবে! ..... ৪২
দাজ্জালি ফিতনার আবির্ভাব এবং বড় দাজ্জালের আগমন.....৪৬
দাজ্জালের বাহন ও আধুনিক প্রযুক্তি.....৪৭
দাজ্জালের বৃষ্টিবর্ষণ ও আধুনিক বিজ্ঞান ..... ৪৮
দাজ্জালের খাদ্য-ভাণ্ডার ও ইহুদিদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ.....৪৯
আদম-জ্ঞানের দুই চোখ.....৫২
দাজ্জালের গঠন-অবয়ব কেমন হবে?.....৫৫
নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত আসবে .....৬১

## পুস্তিকা-২

দাজ্জালি শক্তির বৈশ্বিক তিন স্তর..... ৭২
দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের সবচে' বড় উৎস..... ৭৪
দেশে দেশে দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ..... ৭৬
বুশ ডকট্রিন ..... ৭৯
দাজ্জালি শক্তির প্রধান টার্গেট মুসলিম বিশ্ব ..... ৮০
প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং তার নীতি..... ৮২

## পুস্তিকা-৩

পশ্চিমের চার দফা এজেন্ডা এবং তার লক্ষ্যসমূহ..... ৯১
মুসলিম বিশ্ব নিয়ে পশ্চিমা টার্গেটসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ..... ৯৫
আফগানিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ..... ৯৫
বৃহত্তর কাশ্মীর নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র..... ৯৯
পাকিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ..... ১০০
সৌদি আরব নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ..... ১০২
তাওহীদের গানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে এই বাগান! ..... ১০২

## পুস্তিকা- ৪

আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনী থেকে শিক্ষা ..... ১০৫
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে নিম্নোক্ত কাজগুলি করবে— ..... ১১১
ভালো ও মন্দের অনন্ত যুদ্ধ!..... ১১৪
দাজ্জালের খোদা দাবি করা! ..... ১১৬
দাজ্জালের প্রযুক্তি ব্যবহার!..... ১২০
উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা দাজ্জাল ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি— ..... ১২৩

এক. দাজ্জাল বা দাজ্জালের বাহন অনেক দ্রুতগামী হবে।..... ১২৩
দুই. সকল দেশ-ভূখণ্ড দাজ্জালের অধীন হয়ে যাবে।..... ১২৩
তিন. দাজ্জাল আগুন, পানি, বাতাস প্রভৃতি সকল জীবনদানকারী সম্পদের অধিকারী হবে।..... ১২৪
চার. সকল নদ-নদী ও পানির উপর দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ..... ১২৪
পাঁচ. দাজ্জাল মৃতকে জীবিত দেখাবে। ..... ১২৫
নারীর ফিতনা দাজ্জালি শক্তির বিশেষ হাতিয়ার ..... ১৩১
আধুনিক যুগে দাজ্জালিয়তের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র: স্মার্টফোন.....১৩৬
আমাদের করণীয় ..... ১৪০

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের কলিজার টুকরো নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

বান্দার অনূদিত 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু। বইটি পাঠের পূর্বে ভূমিকায় কিছু বিষয় তুলে ধরা জরুরি মনে করছি। আশা করছি তা সম্মানিত পাঠকদেরকে বইটি থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

**এক.** বক্ষ্যমাণ বইটি ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ. লিখিত স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ নয়। বরং এটি ডাক্তার সাহেব রহ. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের লিখিত সংস্করণ এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান উস্তাদ আসিফ হামিদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ লিখিত একটি বড় প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

এই রচনাগুলোতে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালের বিবরণ, বিশ্বজুড়ে চলমান দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ও ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত, শেষ যুগে মুসলিম বিশ্বে সংগঠিত ভালো-মন্দের চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ (যা মুসলিমদের কাছে 'আল-মালহামাতুল উজমা' এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছে—'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' নামে পরিচিত), দাজ্জালি ফিতনা থেকে মুক্তির উপায়, আমেরিকার দাজ্জালি শক্তির সাহায্যকারী হয়ে ওঠা এবং জাদু, নারীবাদের ফিতনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে দাজ্জালের আগমন-পথকে মসৃণ করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এ সকল ফিতনা থেকে নিজে বাঁচা এবং মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা ও বাঁচানোর তাকিদে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই চারটি পুস্তিকাই অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

**দুই.** আমরা বইটির নাম রেখেছি—'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন।' মূল উর্দু ভাষার চারটি রচনাই যেহেতু আলাদা আলাদা ছিল, তাই এগুলোর স্বতন্ত্র কোন নাম ছিল না। প্রথমে আমরা বইটির নাম দিয়েছিলাম—'দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থা (ষড়যন্ত্র, ইতিহাস, মূলোৎপাটন)'। কিন্তু দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থা এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, বইটি শুধুমাত্র এই নামের কারণেই অনলাইনে ও অফলাইনে প্রচার-প্রসারে প্রচণ্ডরকম বাঁধাগ্রস্ত হবে বলে আমরা মনে করছি। অপরদিকে যদিও এই 'আল-মালহামাতুল উজমা' বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' পুরো বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের একটি অংশমাত্র। কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে খেয়াল করি পুরো আলোচ্য-বিষয় বা দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের শেষ ফলাফল নির্ধারিত হবে এই যুদ্ধেই। এই সকল কারণ বিবেচনা করে আমরা বইটির বর্তমান নামটি নির্ধারণ করেছি। তবে ভূমিকাতে

আরমাগেডন অতিরিক্ত কিছু বিশ্লেষণ (দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন নামে) যুক্ত করা জরুরি মনে করছি, যাতে পাঠকদের কাছে 'আল-মালহামাতুল উজমা' বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন'-এর একটি বিস্তৃত চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! এখানে আপাতত এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, হাদিস শরিফে কেয়ামতের সন্ধিক্ষণে ইমাম মাহদি ও হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন এবং বিলাদুশ শামে ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী লড়াই নিয়ে বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী এসেছে। আবার ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গ্রন্থেও এ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। ফলে এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে-পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মেই একটি চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে। আর তা অচিরেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে।

যদিও এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদগ্ধ দায়ি ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.-এর ইলম-জ্ঞান ও দূরদর্শী বিশ্লেষণ সম্পর্কে কে না জানে! তিনি তো ইলমের সমুদ্র থেকে মনিমুক্তা তুলে আনেন। যে বিষয়ে কথা বলেন বা কলম ধরেন, দর্শক বা পাঠককে এর গভীরে পৌঁছে দেন। আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ আসিফ হামেদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহও পিতার নামের মান ও শান বজায় রেখেছেন, তা তাঁর পুস্তিকাটি পাঠ করা মাত্রই পাঠকবর্গ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

বান্দার অনূদিত এই পাণ্ডুলিপি পড়ে যদি একজন মুসলমানও দাজ্জালি ফিতনা সম্পর্কে সচেতন, তাহলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ আমাকে ও আমার পরিবারসহ মুসলিম উম্মাহকে দাজ্জালের ভয়ঙ্কর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

সর্বশেষ বলতে চাই—বান্দা বইটিকে সর্বাত্মক ভুলমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আমার অযোগ্যতা ও ইলমি দুর্বলতার ব্যাপারে আমি ভালো করেই জানি। তাই এই বইতে ভালো যা কিছু আছে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে ও আমার ভুল। আমি আল্লাহর কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাই। আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিন! আল্লাহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমিন।

বিনীত

বান্দা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন মাযহারী
মাগরিব-পূর্ব সময়, জুমাবার
২৫ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

# দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

## শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

বর্তমান বিশ্বের চলমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির ফলে শামের মহাযুদ্ধ বা আল-মালাহামতুল উজমা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে। অপরদিকে 'আরমাগেডন' নিয়ে পশ্চিমাদেরও আগ্রহের কমতি নেই। গোঁড়া ও চরমপন্থী খ্রিস্টানই শুধু নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও এ নিয়ে বিস্তর আগ্রহ দেখা যায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'আরমাগেডন' নিয়ে বেশ কয়েকটি মুভিও তৈরি হয়ে গেছে। তাই আল-মালাহামতুল উজমা বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' নিয়ে কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা জরুরি মনে করছি। আশা করি এতে নানান রকম ভ্রান্তির অবসান হবে। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ সতর্ক হবে ইনশাআল্লাহ।

## আরমাগেডন কোথায় অবস্থিত?

'আরমাগেডন' শব্দটি ল্যাতিন ভাষা থেকে এসেছে। এটি মূলত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। হিব্রুতে একে বলা হয়, 'হারমাগেদন।' 'আরমাগেডন' বা 'হারমাগেদন' অর্থ 'ম্যাগিডিও পবর্তমালা' হলেও গবেষকরা একে সমতলভূমি বলেছেন। তারা বলছেন—'ম্যাগিডিও' বা 'পাথুরে পর্বত' আসলে বাস্তবের কোন পর্বত নয়, বরং এটি একটি 'রূপকবাক্য'। এটি হচ্ছে 'বহু প্রজন্মের মানুষ কর্তৃক নির্মিত ও জীবনপ্রাপ্ত' একটি সমতলভূমি।

ইসরাইলি পণ্ডিতরা মাউন্ট ম্যাগিডিওকে আদতে কোনো পর্বত বলে মনে করেন না। এদের মধ্যে- রাশধনি, সি সি টরেন, ক্লেইন উল্লেখযোগ্য। যেমন ১৮১৭ সালে অ্যাডাম ক্লার্ক তার বাইবেলের ভাষ্যে ১৬:১৬ এ লিখেছেন—

Armageddon - The original of this word has been variously formed, and variously translated. It is הר־מגדון har-megiddon, "the mount of the assembly;" or חרמה גדהון chormah gedehon, "the destruction of their army;" or it is הר־מגדו har-megiddo, "Mount Megiddo,"

উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও এই সকল পণ্ডিতদের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে—মাউন্ট ম্যাগিডিও মূলত কোন পর্বত নয়, বরং সমভূমি বিশেষ। কেননা, ম্যাগিডিও শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু মোয়েড [Moed] শব্দ থেকে। মোয়েড অর্থ হচ্ছে, Assembly বা

'সমাবেশ'। Assembly-র ল্যাতিনরূপ হচ্ছে, Armageddon। এ হিসেবে 'মাউন্ট ম্যাগিডিও' অর্থ হচ্ছে, the mount of the assembly বা 'সমাবেশস্থল'। এজন্য ইহুদি পরিভাষায়, the mount of the assembly -কে বলা হয়, plains of mageddo বা 'সমভূমির সমাবেশস্থল'। ওই পণ্ডিতদের আরো ধারণা—এই সমাবেশস্থলটি হচ্ছে, 'মাউন্ট সিনাই' বা সিনাই উপত্যকা, যার ইসরায়েলি নাম, 'মাউন্ট জায়ন' [Mount Zion]।

আসলে এই স্থানটি প্রাচীনকালে 'ম্যারিস' বা 'বাণিজ্যপথ' হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটি প্রাচীন মিসরিয় সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চল বলে জানা যায়। কিন্তু অঞ্চলটির অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ স্থানটির বিস্তৃতি ঘটেছে মিসর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া (তুর্কি) এবং মেসপটেমিয়া [ইরাক] জুড়ে। প্রাচীনকালের ওই 'বাণিজ্যপথের' বর্তমান অবস্থান নির্ণয় সত্যি কঠিন।

'ম্যাগিডিও' এমন একটি স্থান যেখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে বড় বড় যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। যেমন খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ' বছর অব্দে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ অব্দে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আধুনিক ম্যাগিডিও বলা হচ্ছে—গ্যালিলি নদীর দক্ষিণ তীরের পূর্ব-দক্ষিণপূর্বের প্রায় ২৫ মাইল [৪০ কিমি] জুড়ে বিস্তৃত একটি অঞ্চলের কথা। স্থানটি 'কৃসন' নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইসরাইলের বন্দরনগরী হাইফার নিকটবর্তী একটি নদী।

ইতিহাসে দেখা যায়—রোম-ইরান সংঘাত, খেলাফতে রাশেদার সময় মুসলমান কর্তৃক শাম বিজয় এবং সালাহুদ্দীন আয়ুবি রহ. কর্তৃক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ওই একই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হয়।

অপরদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে—বিলাদুশ শাম বৃহত্তর সিরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আধুনিক দেশ নিয়ে গঠিত, যা সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের পাশাপাশি হাতাই, গাজিয়ানটেপ এবং দিয়ারবাকির মত আধুনিক তুর্কি অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। সুতরাং আমরা এই বিশ্লেষণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিলাদুশ শাম-ই হচ্ছে আরমাগেডন বা মাউন্ট ম্যাগিডিও।

## আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস

বাইবেলে একটি চ্যাপ্টার আছে 'দ্য ওয়ার অব দ্য আরমাগেডন' বা শুভ-অশুভর চূড়ান্ত লড়াই। ওই অধ্যায়ে যিশু মসিহর পুনঃআগমন এবং তখন দুনিয়াব্যাপী শুভ-অশুভর লড়াই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। খৃস্টীয় বিশ্বাস মতে—

‘আরমাগেডন’ ইতিহাসের এমন এক রণক্ষেত্র, ‘যিশু’ যেখানে শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের জয় ছিনিয়ে আনবেন।

বাইবেল ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী—কেয়ামতের আগে পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত মহাযুদ্ধকে ‘আরমাগেডন’ বা ‘হারমাগেদন’ বলা হয়েছে। একটি বিশেষ সিম্বলিক লোকেশন বা অঞ্চলে ওই যুদ্ধের সূচনা হবে বলে জানা যায়। যেখানে বিশ্বের সবগুলো শক্তির সম্মিলন ঘটবে এবং বলা হয়েছে ওখানে শেষ দৃশ্যপট মঞ্চস্থ হবে।[১]

খ্রিস্টধর্মবিশ্বাস থেকে আরও জানা যায়—সহস্রাব্দের সূচনা ‘মিলেনিয়ামে’ যিশু মসিহ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং এন্টিখ্রাইস্ট (সমস্ত অখ্রিস্টানের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শয়তান এবং ডেভিলের [দাজ্জাল] বিরুদ্ধে ‘আরমাগেদনের’ যুদ্ধে অংশ নেবেন। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব ঘটবে। ফলে আত্মরক্ষার্থে তিনি অনুসারীদের নিয়ে জেরুসালেমে আশ্রয় নেবেন। পরে স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক ঘূর্ণির মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার পাশাপাশি শয়তানকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে দুনিয়া সকল অশুভ শক্তি থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করবে।

## আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে ইহুদি বিশ্বাস

অন্যদিকে ইহুদিরা মনে করে—‘মহাপ্রলয়ের আগে তাদের পূর্বপুরুষের (ডেভিড ও সলোমন) বসতি ‘ফিলিস্তিনে’ হাজার বছরের জন্য ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ সময় ইহুদিজাতির ত্রাণকর্তা (শান্তির বাদশাহ) ‘মালেকুস সালাম’ (একচোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল) ‘বাবে লুদ’ (লুদ গেটে) আত্মপ্রকাশ করবে এবং ওই দাজ্জালের নেতৃত্বে দুনিয়াব্যাপী ইহুদিদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।’

‘পেন্টাকস্ট’ নামে ইহুদিদের একটি বিশেষ আচার রয়েছে। এতে আরমাগেডন বিষয়ে একটি ‘ক্যাম্পেইন’ বা ‘পোলেমস’ পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে—‘জেরুসালেমের দক্ষিণ গেটে [বাবে লুদ] ইহুদিদের রক্ষাকর্তা অবতরণ করবে। রক্ষাকর্তা (দাজ্জাল) ইহুদি জাতিকে নিয়ে আরমাগেডনে অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে’।

১. বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, গ্রিক নিও টেস্টামেন্ট, রেভেলশন- ১৬:১৬

পেন্টাকস্ট ৩৪০ পৃষ্ঠায় আরও বলা হয়েছে—'ইশ্বরের আর্বিভাব দ্বারা এটা চূড়ান্ত পরিণতি প্রাপ্ত হবে। ইশ্বর সেদিন ইহুদি জাতির পক্ষে ফয়সালা করবেন।'[২]

ইসরাইলের দক্ষিণ গেট বাবে লুদে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'এটি আমাদের শান্তির বাদশাহ [মালেকুস সালাম, ইসলামি পরিভাষায়- 'দাজ্জাল']-এর আর্বিভাব স্থান।'

## শেষ যুগের চূড়ান্ত লড়াই (আল-মালহামাতুল উজমা) সম্পর্কে ইসলামি বিশ্বাস

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই (আল-মালহামাতুল উজমা) সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাস হচ্ছে—'কেয়ামতের আগে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেতৃত্বশূন্য মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইমাম মাহদি আগমন করবেন। ইমাম মাহদির নেতৃত্বে মুসলমানরা 'শাম দেশে' মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের সন্ধিক্ষণে আকাশ থেকে ফেরেশতার ডানায় ভর করে হজরত ইসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন এবং তিনি ওই একচোখা দাজ্জালকে হত্যা করবেন।' কেয়ামতের আগে ঘটিতব্য শামের (সিরিয়া) এই যুদ্ধকে হাদিসের কিতাবে 'মহাযুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ওই যুদ্ধ হবে সুকঠিন এবং ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। যেখানে সত্যের সৈনিকদের সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর শক্তিগুলো মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। এই মহাযুদ্ধের যুগে শাম হবে মুসলমানদের দুর্জয় ঘাঁটি।

মুস্তাখাব কানজুল উম্মাল ও কানজুল উম্মালের মূল কিতাব এবং হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত রয়েছে। মহাযুদ্ধের যুগে শাম এবং তার আশপাশের অঞ্চলের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ওই হাদিসগুলোতে বিস্তর আলোচনা পাওয়া যায়। আসুন আমরা ওই সকল হাদিস থেকে বাছাইকৃত কয়েকটি হাদিস দেখি—

২. রিচার্ড সি ট্রেঞ্চ : নিও টেস্টামেন্ট, সিনোনিয়ামস, পৃষ্ঠা-৩০১-২, জোসেফ হেনরি থ্যায়ার : গ্রিক ইংলিশ লেক্সিকন অব নিও টেস্টামেন্ট, পৃষ্ঠা- ৫২৮। এছাড়া আরমাগেডন ক্যাম্পেইন নিয়ে দেখতে পারেন- মারভিন আর ভিনসেন্ট : ওয়ার্ড স্টাডিজ ইন দি নিও টেস্টামেন্ট, খ-২, পৃষ্ঠা ৫৪২